بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২

ঐতিহাসিক যায়োন (Zion) শহরে প্রথম মসজিদ উদ্বোধন করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান

শতবর্ষের অধিককাল পূর্বে ইসলাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর সত্যতার এক মহান নিদর্শন প্রকাশের শহরে প্রথম মসজিদ উদ্বোধন করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান এবং পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করছে যে, আজ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ সাপ্তাহিক জুমুআর খুতবার মধ্য দিয়ে *ফতহে আযীম (মহান বিজয়)* মসজিদের উদ্বোধন করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

যায়োন শহরটি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে জন আলেকজান্ডার ডুই প্রতিষ্ঠা করেন, আর তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিষোদ্‌গার করেন এবং সকল মুসলমানের ধ্বংস ও নির্মূল হয়ে যাওয়ার ঘোষণা করেন। মি. ডুই-কে ধর্মীয় বিদ্বেষের পথ থেকে সরিয়ে আনার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তাঁর নিজের চেয়ে প্রায় ১২ বছর কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এবং সেই সময়ে ক্ষমতার তুঙ্গে থাকা সত্ত্বেও ডুই ইসলামের বিজয়ের সপক্ষে একটি নিদর্শন হিসেবে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করবে। ১৯০৭ সালের ৯ই মার্চ, জন আলেকজান্ডার ডুই এর মৃত্যুতে ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয়।

হুযূর আকদাস যায়োনের প্রথম মসজিদ উদ্বোধন করাতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার সত্যতার নিদর্শন এবং ইসলামের মাহাত্ম্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফার হাতে এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হলো।

তাঁর জুমুআর খুতবায়, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজ, আপনারা সকলে এখানে সমবেত হয়েছেন যায়োনের মসজিদের উদ্বোধনের জন্য। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাষ্ট্রকে এই মসজিদ এমন শহরে নির্মাণ করার সৌভাগ্য দান করেছেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইতিহাসে যার এক বিশেষ তাৎপর্যবহ স্থান রয়েছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"এই শহরের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং এই বিষয় যে, নবুওয়তের এক মিথ্যা দাবিকারী – এক ব্যক্তি যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত নোংরা ভাষা ব্যবহার করেছেন – আর তারপর ধ্বংস হয়ে গেছেন, আর এই বিষয় যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঠিক সেই শহরে আজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এগুলো সবই এমন সব বিষয় যার ফলে প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতায় নত হওয়া উচিত।"

যুক্তরাষ্ট্রে আগমন

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ সোমবার পড়ন্ত বেলায় হুযূর আকদাস যুক্তরাষ্ট্রে এসে পৌঁছেন। শিকাগোতে অবতরণের পর, হুযূর আকদাস সরাসরি যায়োনে অবস্থিত ফতহে আযীম মসজিদে চলে যান।

নতুন মসজিদে পৌঁছার পর, সহস্রাধিক আহমদী মুসলমান নর-নারী ও শিশু তাদের প্রাণপ্রিয় ইমামকে কোভিড-১৯ বিশ্বজনীন মহামারীর পর তাঁর প্রথম বিদেশ সফরে তাদের মাঝে পেয়ে বাঁধভাঙ্গা আনন্দে হুযূর আকদাসকে স্বাগত জানান।

ফলক উন্মোচন এবং যায়োন মসজিদ প্রদর্শনী পরিদর্শন

এ সপ্তাহেই এর পূর্বে, মঙ্গলবার, ২৭ সেপ্টেম্বর মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে একটি স্মারক ফলক উন্মোচন করেন হুযূর আকদাস।

এছাড়াও হুযূর আকদাস একটি মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন যা মসজিদ কমপ্লেক্স-এর শোভা বর্ধন করতে নির্মিত হতে চলেছে।

হুযূর আকদাস মসজিদ কমপ্লেক্স ঘুরে দেখেন, যার মধ্যে একটি বিশেষ প্রদর্শনী হল ছিল যেখানে (ডুই সংক্রান্ত) ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং সেই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অগণিত প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন সংকলিত হয়েছে।

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

আরএনএস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

মঙ্গলবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, হুযূর আকদাসের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন রিলিজিয়ন নিউজ সার্ভিস (আরএনএস)-এর এমিলি মিলার। তিনি হুযূর আকদাসকে তাঁর যুক্তরাষ্ট্র সফরের উদ্দেশ্য এবং আহমদী মুসলমানদের কাছে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ও আলেকজান্ডার ডুই এর মধ্যে দোয়ার লড়াই (মুবাহালা) কেন গুরুত্বপূর্ণ আর বিস্তৃত পরিসরে পুরো পৃথিবীর জন্য এর তাৎপর্য কী – এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

হুযূর আকদাস বর্ণনা করেন কীভাবে, একদিকে যেমন আলেকজান্ডার ডুই-এর মৃত্যু প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর সত্যতার সপক্ষে একটি মহান নিদর্শন, সেই সাথে পুরো বিশ্বের জন্য বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা এবং সহনশীলতা প্রদর্শনের গুরুত্বের বিষয়ে এটি একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। তিনি আরো বলেন যে, ধার্মিক মানুষের দায়িত্ব অন্য মানুষের কাছে ধর্মের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং তাদেরকে এটি অনুধাবন করানো যে, এটি ভয় করার কোনো বিষয় নয়। তিনি বলেন যে, ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্য মানবজাতিকে খোদার নিকটতর করা এবং এটি নিশ্চিত করা যে, মানুষ যেন একে অপরের অধিকার রক্ষা করে।

আহমদী মুসলিম সায়েন্টিস্ট এসোসিয়েশন-এর সঙ্গে সভা

বৃহস্পতিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২, হুযূর আকদাস এসোসিয়েশন অফ আহমদী মুসলিম সায়েন্টিস্ট্স (AAMS) যুক্তরাষ্ট্র-এর সাথে একটি সভায় মিলিত হন।

হুযূর আকদাস বিজ্ঞানীদেরকে মরহুম ড. আব্দুস সালাম সাহেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জ্ঞানচর্চার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছার জন্য সংগ্রাম করার পরামর্শ দেন। হুযূর আকদাস বলেন যে, আহমদী মুসলিম যুব-সমাজের মাঝে এই সম্ভাবনা নিহিত আছে আর তাই AAMS এর উচিত এটি নিশ্চিত করা যে, আহমদী মুসলমানদের এই লক্ষ্যে উপনীত হতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা যেন করা হয়। হুযূর আকদাস গবেষকদেরকে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহিত করেন এবং মানবজাতি যেসকল সমস্যার মুখোমুখি সেগুলোর বিষয়ে অভিনব সমাধানসমূহ উদ্ভাবনে উৎসাহিত করেন; যেন তাদের গবেষণাকর্ম মানবজাতির জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হতে পারে।

AHMADIYYA
MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

আহমদী মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ

যায়োন শহরে অতিবাহিত সপ্তাহে, হুযূর আকদাস কয়েক ডজন আহমদী মুসলিম পরিবারের সাথে পৃথক পৃথক এবং সমষ্টিগত পারিবারিক মুলাকাতে মিলিত হন, যাদের মধ্যে অনেকের জন্যই এটি ছিল হুযূর আকদাসের সাথে সাক্ষাতের প্রথম সুযোগ।

সমাপ্ত

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: media@pressahmadiyya.com